প্রথম দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের অন্তঃপুর-সংলগ্ন একটি কক্ষ। কক্ষটি মহার্ঘ আসবাবপত্রাদিতে সুসজ্জিত। কয়েকটি কেদারা কৌচও রহিয়াছে। একদিকে প্রাচীর গাত্রে একটি বড় আয়না বিলম্বিত। মধুসূদন সেই আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া 'টাই' খুলিতেছেন। তাঁহার জননী জাহ্নবী তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মধুসূদন ১৮ বৎসরের যুবক। কালো রঙ—পাতলা গড়ন—টানা চোখ। চোখে প্রতিভার ছটা। তাঁহার পরিধানে সাহেবি পরিচ্ছদ। তিনি কলেজ হইতে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িতেছেন। 'টাই'টা ফেলিয়া তিনি একটি কৌচে বসিলেন।

১৮৪৩ খৃঃ অঃ ফেব্রুয়ারী।

মধু। মা, একটা কাউকে ডাকোনা—জুতোর ফিতেগুলো খুলে দিক।

জাহ্নবী। (উচ্চৈঃস্বরে) রঘু—রঘু—

রঘু প্রবেশ করিল

মধু। (পা বাড়াইয়া দিলেন) ফিতেগুলো খোল—

রঘু বসিয়া ফিতা খুলিতে লাগিল

মা, তুমি আজ কলেজে মাত্র দু'টো পোষাক দিয়েছিলে কেন বলত!? এমন অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল আমাকে।

জাহ্নবী। দিয়েছিলাম ত তিনটেই—তোমার বেয়ারাগুলো একটা ফেলে গেছে দেখলাম শেষে—

মধু। Idiots! ওরে রঘু—বেয়ারাগুলোকে বলে দিস—আজ একটু পরে আবার পালকির দরকার হবে। আসে যেন তারা ঠিক সময়ে। মা, গৌর বঙ্কু ভোলানাথ আজ আসবে—মনে আছে ত! এখুনি আসবে তারা—

জাহ্নবী। হ্যাঁরে হ্যাঁ—সব মনে আছে আমার। তুই এখন আমার কথার জবাব দে।

মধু। বলেছি ত ও আমার দ্বারা হবেনা।

জাহ্নবী। বিয়ে করবিনা তুই?

রঘু বুট জুতা দুইটি খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও একজোড়া সুদৃশ্য চটি আনিয়া মধুসূদনকে দিল। মধুসূদন চটি পায়ে দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও প্যাণ্টের দুই পকেটে হাত ঢুকাইয়া সহাস্যমুখে উত্তর দিলেন

মধু। বলেছিত বিয়ে যদি করি ইংরেজের মেয়ে বিয়ে করব!

জাহ্নবী। শোন ছেলের কথা একবার! কেন বাঙালীর মেয়ে কি দোষ করলে!

মধু। বাঙালীর মেয়ে! বাঙালীর মেয়ে রূপে গুণে ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হতে পারেনা!

জাহ্নবী। ক্ষেপা ছেলের কথা শোন একবার।

স-স্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া

লক্ষ্মী সোনা আমার—সব ঠিক হয়ে গেছে! এখন কি আর অমত করলে চলে!

মধু। তা হয়না মা—এ আমি কিছুতেই পারবনা।

জাহ্নবী। এতে না পারবার কি আছে বাবা—বেটা ছেলে বিয়ে করবি সে আর কি এমন শক্ত—

মধু। ভীষণ শক্ত।

আয়নার সম্মুখে গিয়া কলারটা খুলিতে লাগিলেন

জাহ্নবী। না হয় শক্তই—কিন্তু তুইত কোনদিন শক্ত কাজ করতে ভয় পাসনা। ছেলেবেলায় ভায়ের সঙ্গে ভাব করবার জন্যে তুই পোষা পাখীর ছানাটা কেটে ফেলেছিলি মনে আছে? তুই সব পারিস।

মধু। (ফিরিয়া) তার সঙ্গে এর তুলনা দিচ্ছ তুমি মা! ভায়ের চেয়ে কি পাখীর ছানা বড়?

হাসিলেন

জাহ্নবী। বড় নয় তা মানি। কিন্তু অপর কেউ হলে পারতনা—তুই বলেই পেরেছিলি! তুই ইচ্ছে করলে না পারিস কি? ছেলে-বেলায় যখন পাঠশালায় পড়তিস্—রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী বড় বড় বই কেমন অনায়াসে তুই পড়ে ফেলেছিলি! রামের কথা ভুলে গেলি?

মধু। ভুলিনি—কিন্তু যাই বল মা—তোমাদের শ্রীরামচন্দ্র অতি অপদার্থ লোক ছিলেন—কোন শ্রদ্ধা নেই তার প্রতি—

জাহ্নবী। ছি, ও কথা বলতে নেই বাবা—শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার—এ দেশের আদর্শ! ইংরেজি পড়ে এই বিদ্যে হচ্ছে বুঝি!

মধু। এতে আর ইংরেজি বাংলা কি আছে? ইংরেজি না পড়লেও রামকে আমি খুব বড় মনে করতে পারতাম না।

জাহ্নবী। আচ্ছা, খুব পণ্ডিত হয়েছ তুমি! এখন বিয়ের কি করি তাই বল!

মধু। বললাম ত আমি পারবনা! ও আট বছরের অচেনা খুকিকে আমি বিয়ে করতে পারবনা।

জাহ্নবী। তুই যে অবাক করলি বাছা। অচেনা মেয়েকেইত বিয়ে করে সবাই—আর আমাদের দেশে আট ন বছরেই ত বিয়ে হয়। সুন্দরী—সদ্বংশের মেয়ে—তোকে কি যা তা ধরে দিচ্ছি আমরা?—অচেনা আবার কি!

মধু। ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা কোথা রাখলাম—এই যে! গৌরকে দিতে হবে এটা।

জাহ্নবী। আমার কথার জবাব দে—

মধু। আমার ঢিলে পাজামাগুলো কোথা?

জাহ্নবী। ওঘরে আছে—জবাব দিচ্ছিস না যে আমার কথার!

মধু। (অধীরভাবে) বলেছি ত—পারবনা।

জাহ্নবী। উনি কথা দিয়েছেন—সব ঠিক হয়ে গেছে—এখন 'না' বললে কি চলে বাবা?

মধু। কথা দিলে কেন তোমরা! কিছুতেই আমি এ বিয়ে করবনা।

জাহ্নবী। কিছুতেই না?

মধু। কিছুতেই না—কিছুতেই না—ও কথা আমায় আর বলোনা কেউ! আমার ঢিলে পাজামা কোথা দাও—

জাহ্নবী। ওঘরে আছে—বললাম ত—

মধুসূদন পা-জামা পরিতে গেলেন।
জাহ্নবী বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।
রাজনারায়ণ দত্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রাজনারায়ণ। লিখে দিলাম চিঠি—ওরা সুবিধে মত এসে একদিন ঠিকঠাক করে ফেলুক। শুভস্য শীঘ্রম্—কি বল! শহরের যে রকম

হাওয়া, মধুকে আর বেশী দিন অবিবাহিত রাখা ঠিক নয়—বিশেষতঃ মধুর মত ছেলে—হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে—কি বল।

জাহ্নবী। মধু কিন্তু বিয়ে করতে রাজী নয়।

রাজনারায়ণ। রাজী নয়, মানে ?

বিস্মিত হইলেন—তারপর হাসিয়া বলিলেন

বিয়ের আগে ছেলেরা অমন বলেই থাকে !

জাহ্নবী। না, তা ঠিক নয়। এই ত এতক্ষণ তাকে বোঝাচ্ছিলাম —কিছুতেই রাজী নয় সে '

রাজনারায়ণ। (দৃঢ়তার সহিত) রাজী হতে হবে—সব জিনিসে ত আর আবদার চলেনা—সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে—এখন আর পেছোনো যায়না—

জাহ্নবী। ও যেরকম এক-গুঁয়ে, ধর যদি বিয়ে না করে—

রাজনারায়ণ। (সজোরে) যদি টদি নেই—করতেই হবে। রাজনারায়ণ মুন্সী যখন ঠিক করেছে তখন আর 'যদি'র স্থান নেই তার মধ্যে। ভাল করে' বুঝিয়ে বলো তাকে—

জাহ্নবী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—রাজনারায়ণ বলিয়া চলিলেন

সে কি মনে করে আমার কথার কোন দাম নেই ? কোন ট্যাঁশ ফিরিঙ্গির মেয়ের পাল্লায় পড়েছে আর কি ! সেদিন কে যেন বলছিল কেষ্ট বন্দ্যোর বাড়ীতে খুব যাতায়াত করছে আজকাল—ও সব চলবে টল্‌বেনা—বুঝিয়ে বোলো—বুঝলে ?

জাহ্নবী। আচ্ছা বলব।

রাজনারায়ণ। ওর বন্ধুরা ত আজ আসবে এখানে খেতে—তাদের বলো ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দেয় যেন যে সব স্থির হয়ে গেছে—এখন আর পেছোনো অসম্ভব। গৌরকে ডেকে বোলো—বুঝলে ? গৌরের কথা ও শোনে খুব—

ভৃত্য আসিয়া একটি আলবোলায় তামাক দিয়া গেল। রাজনারায়ণ নিকটস্থ একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

তুমি ওদের সামনে আধহাত ঘোমটা দিয়ে বেরোও কেন? ছেলের মত ওরা—মধু কোথা গেল?

জাহ্নবী। ভেতরে আছে—

রাজনারায়ণ। তাকে ডেকে দাও ত—আচ্ছা থাক্। গৌরকেই ডেকে বোলো—বুঝলে?

জাহ্নবী। বলব—

রাজনারায়ণ। কখন আসবে ওরা!

জাহ্নবী। মধু ত বলছিল এখুনি আসবে—যাই আমি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা দেখিগে—

জাহ্নবী চলিয়া গেলেন--রাজনারায়ণ বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

রাজনারায়ণ। মধু দিন দিন বড় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। পাদ্‌রি কেষ্ট বাঁড়ুয্যের বাড়ী খুব ঘন ঘন যাতায়াত করছে—তার এক সুন্দরী মেয়ে আছে শুনেছি। উহুঁ—এ ভাল কথা নয়! বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেলে বাঁচি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। গৌরবাবু, ভোলানাথবাবু, বঙ্কুবাবু এসেছেন—

রাজনারায়ণ। ও, এসেছে ওরা—আচ্ছা—ডেকে নিয়ে আয় এইখানে। আর মধুকেও খবর দে—

ভৃত্য চলিয়া গেল। একটু পরে গৌরদাস, ভোলানাথ ও বঙ্কু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলের পোষাক সেকেলে ধরণের। পরিধানে কাপড়, আজানুলম্বিত আচকান—মাথায় শামলা জাতীয় টুপি—সকলেরই গায়ে শাল রহিয়াছে

এস—এস—বস—তারপর খবর কি? ভাল আছ ত সব?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন।

তাহার পর—

রাজনারায়ণ। আচ্ছা তোমাদের mathematicsএর professor রিজ্‌সাহেব নাকি নোপোলিয়নের ধ্বজা-বাহক ছিলেন শুনতে পাই? কথাটা কি সত্যি?

ভোলানাথ। তাই ত শুনেছি আমরা!

রাজনারায়ণ। তোমাদের Captain Richardsonও ত মিলিটারিতে ছিলেন—captain যখন, তখন নিশ্চয়ই ছিলেন।

বঙ্কু। আজ্ঞে হ্যাঁ—

রাজনারায়ণ। যত সব Soldier এসে মাষ্টারি সুরু করেছে!—তাই বোধ হয় তোমাদের চালচলনও মিলিটারি হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। ভাল কথা—রসিককৃষ্ণ মল্লিকের 'জ্ঞানান্বেষণ' কাগজটার এডিটার আজকাল তোমাদের স্কুলেরই একজন টিচার—না?

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—রামবাবু—রামচন্দ্র মিত্র সেটা চালান আজকাল—

রাজনারায়ণ। তোমরা লেখ টেখ তাতে?—মধু কি যেন লিখেছে তাতে শুনলাম। দেখবার আর ফুরসৎ পাইনি!

মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও একটি শালের পাড় বসান দামী গরমের ওভার-কোট

মধুসূদন। বাইরে একজন মক্কেল এসে বসে আছেন—

রাজনারায়ণ। তাই না কি! জ্বালাতন করেছে ব্যাটারা। তোমরা তাহলে বস—আমি দেখি কে আবার এলেন! এই নাও—

এই বলিয়া আলবোলার নলটা মধুসূদনের হাতে দিলেন ও মধুসূদন রাজনারায়ণের সম্মুখেই তাহাতে টান দিতে লাগিলেন

মধু, এদের ফিরে যাওয়ার জন্যে বেয়ারাদের বলে রেখেছ ত? সন্ধ্যে হলেই পালায় ব্যাটারা।

মধুসূদন। তাদের থাকতে বলেছি—

রাজনারায়ণ। তোমরা তাহলে বস! আমি যাই—

চলিয়া গেলেন

গৌরদাস। (সবিস্ময়ে) তোর হাতে উনি আলবোলার নলটা দিয়ে গেলেন যে! বাবার সামনে তুই তামাক খাস্!

মধু। My father minds not your common punctilios—তামাক ত ছেলেমানুষ—আমি যে মদ খাই তা-ও উনি জানেন। ভাল কথা, will you have drink, boys?

বঙ্কু। Oh yes—এ সম্বন্ধে আশা করি মতদ্বৈধ নেই—

মধু আলবোলার নলটা ভোলানাথের হাতে দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন ও এক বোতল Liqueur ও কয়েকটি গ্লাস লইয়া আসিলেন

ভোলানাথ। (বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন) Grand !

বঙ্কু। মালটা কি ?

ভোলানাথ। Liqucur.

মধু গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিলেন

সেবার তোমাদের বাড়ী পোলাও যা খেয়েছিলাম—জীবনে তা ভুলব না—চমৎকার। পাঁঠার মাংসের পোলাও আর আমি কখনও খাই নি!

মধু। আজও পোলাও হচ্ছে—

গৌরদাস। মাংসের নাকি—

মধু। হ্যাঁ।

গৌরদাস। আমি বৈষ্ণবের ছেলে—আমার জাতটা মারলি দেখছি তোরা! রোজ রোজ মাংস খাচ্ছি, বাবা যদি টের পান ভীষণ কাণ্ড করবেন !

বঙ্কু। বাবাকে জানাবার দরকার কি বাবা ?

মধুসূদন সকলের হাতে এক এক গ্লাস Liqueur দিলেন ও নিজের গ্লাসটি ঈষৎ তুলিয়া ধরিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন

মধু। I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O
But she, oft with disdain repaid
My fondness and affection, O

For her I sighed and e'er shall sigh
Tho' she shall ne'er be mine, O
For this sad heart's starless sky
None but herself can light, O.
I drink her health.

মদ্যপান করিলেন

ভোলানাথ। I drink to Pilau—the Csar of all dishes.

বঙ্কু। I do the same.

গৌরদাস। My dear মধু—I drink to you.

সকলে মদ্যপান করিলেন

মধু। Here is your lavender my boy—I hope you got the Pomade all right—Believe me I could not get the lavender that day. এখানকার দোকানদারগুলো হতভাগা—beggars—

ল্যাভেণ্ডারের শিশিটা আনিয়া
গৌরদাসকে দিলেন

গৌরদাস। Many thanks—

মধু। Needn't mention—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মা গৌরবাবুকে ভেতরে ডাকছেন একবার—

গৌরদাস। আমাকে ?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু। মাংস খাবি কিনা তাই জানতে চাইছেন হয়ত—

ভৃত্যের সহিত গৌরদাস ভিতরে চলিয়া
গেলেন

(ভোলানাথের প্রতি) Have you seen my last sonnet in the Literary Gleaner ?

ভোলানাথ। (সোচ্ছ্বাসে) Oh yes. It is splendid—রিচার্ডসন সায়েব ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন সে দিন—

মধু। রিচার্ডসনের প্রশংসা তুমি শুনলে কোথা থেকে ?

ভোলানাথ। আপিসে সেদিন মাইনে জমা দিতে গেছলাম—দেখলাম রিচার্ডসন সায়েব তোমার সনেটটা Kerr সায়েবকে পড়ে শোনাচ্ছেন, আর তোমার তারিফ করছেন।

মধু। (সানন্দে) তাই না কি ? Did Mr. Kerr say anything ?

ভোলানাথ। না—

মধু। He is a rogue and idiot combined—ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে একদিন। I don't like the fellow.

উপরোক্ত কথা-বার্ত্তার ফাঁকে বঙ্কু "with your permission মধু" বলিয়া আর এক গ্লাস মদ ঢালিয়া চুমুকে চুমুকে পান করিতে লাগিলেন।

ভোলানাথ। খাবার আগেই অত বেশী টেনো না—খেতে বসে কেলেঙ্কারী করবে শেষকালে—

বঙ্কু। (সহাস্যে) Don't fear—I am Banku. দু এক গ্লাসে আমার কিছু হয় না—

গৌরদাস ফিরিয়া আসিলেন

মধু। মা ডেকেছিলেন কেন রে তোকে ?

গৌরদাস। তোর বিয়ের কথা বলছিলেন। তুই নাকি বলেছিস বিয়ে করব না ! What non-sense is this ?

কথাগুলি মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শুনিলেন

মধু। I never talked more sense in my life!

গৌরদাস। বিয়ে করবি না?

আলবোলায় টান দিতে লাগিলেন

বঙ্কু। বিয়ে করবি না! This is unpoetic, my friend! বিয়ে করবি না কিরে! We are certainly anxious to get a Juno for our Jupiter.

মধু। (ঈষৎ হাস্য-সহকারে) I don't mind getting a Juno. কিন্তু আট বছরের এক প্যান্‌পেনে খুকী is hardly a Juno, my boy.

ভোলানাথ। বুঝেছি—

মদ্যপান

মধু। কি বুঝেছিস্?

ভোলানাথ। বাড়ুয্যে সায়েবের বাড়ী থেকে তোমাকে বেরোতে দেখেছি একদিন বন্ধু! I wish you good luck. কিন্তু গেন্থ ঠাকুরও যাতায়াত করছে—I warn you.

মধু। সে আর আমি জানি না?—But he is for the elder and most probably he is going to marry her.

বঙ্কু। You mean—কমলমণিকে?

মধু। হ্যাঁ।

বঙ্কু। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলে খৃষ্টান হবে শেষে? Wonderful!

মধু। I think there is no harm in it.

গৌরদাস। Miss দেবকী ব্যানার্জ্জির কথা সত্যি নাকি মধু?

মধুসূদন কিছু না বলিয়া এক গ্লাস মদ ঢালিলেন ও ধীরে ধীরে পান করিতে লাগিলেন।

বঙ্কু। মধু, সত্যি নাকি ?

মধু একনিশ্বাসে সমস্ত মদটুকু নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন

Yes, boys, I am in love—I have been fascinated by her ! বাঙালীদের ঘরে ওর চেয়ে ভাল মেয়ে আমার চোখে পড়েনি। রূপসী অনেক থাকতে পারে—কিন্তু আমি ভালবেসেছি তার রুচিকে তার কাল্‌চারকে—! তুমি ত জান ভাই গৌর, আমার জীবনের প্রবলতম আকাঙ্ক্ষা আমি মহাকবি হ'ব—why আকাঙ্ক্ষা—a conviction. I know, I feel, I shall be a great poet. I shall cross the ocean and go to England—the land of Shakespeare and Milton. আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী—I shall not rest—I shall soar up and up till I am tired and even then I shall soar—আমার জীবনের যে সঙ্গিনী হবে she must be my true companion—I cannot marry a baby—simply I can't.

ভোলানাথ। Bravo, bravo—my boy.

মধু। না, ঠাট্টা নয়—If need be I shall run away—I shall run away to England. You all know what Pope said—to follow poetry one must leave father and mother. If necessary I shall leave mine.

গৌরের দিকে তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া

And if you inform my parents about this you are no friend of mine.

গৌরদাস। আমি inform করতে যাব কেন ?

বঙ্কু। এখনি যে কবিতাটি আবৃত্তি করলে ওটি ত তোমারই লেখা ?

মধু। হ্যাঁ।

বঙ্কু। Miss ব্যানার্জ্জির উদ্দেশ্যে ?

মধু। No—Miss Banerjee is not blue-eyed. কিন্তু আমি কল্পনায় যেন একজন কাকে দেখতে পাই—she is blue-eyed—she is not of this land—এ আমার স্বপ্ন-সঙ্গিনী—একে হয়ত কোন দিন পাব না।

অস্ফুটস্বরে আবার আবৃত্তি করিলেন

I loved a maid, a blue-eyed maid
As fair a maid can e'er be, O.
But she, oft, with disdain repaid
My fondness and affection, O.

গৌরদাস। Are you seriously in love with Miss Banerjee ?

মধু। Love ? ঠিক্ বলতে পারি না, I have a fascination for the girl, she is cultured.

গৌরদাস। কিন্তু এদিকে যে তোমার বাবা পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন। It is already fixed up.

মধু। He must unfix it—এ বিয়ে আমি করব না—করতে পারিনা—

বঙ্কু। আরে, একটা বিয়ে করবি তাতে হয়েছে কি ! এদেশে লোকে হামেসাই চার পাঁচটা বিয়ে করছে। তুইও না হয় একটা করে ফেল বাপ মার অনুরোধে—পছন্দ মাফিক পরে আবার করিস !

মধু। বাপ মায়ের চেয়ে যে আমার কাছে বড় সে আমায় মানা করছে। তার অবাধ্য আমি হতে পারি না—হবার ক্ষমতা নেই।

ভোলানাথ। সে আবার কে!

মধু। সে এই।

বলিয়া নিজের কপালে টোকা দিলেন

ভোলানাথ। (বঙ্কুর প্রতি) শুনলে ?

বঙ্কু। শুনলাম ত!

গৌরদাস। কিন্তু তোমার মায়ের মুখ দেখে বড় কষ্ট হল—তাঁর মনে কষ্ট দিও না ভাই—

মধুসূদন কিছু না বলিয়া আরও খানিকটা মদ খাইয়া ফেলিলেন

ভোলানাথ। যাকগে ওসব কথা—মধুর একটা গান শোনা যাক্।

গৌরদাস। A splendid idea! অনেকদিন গান শুনিনি তোর! গজল হোক একখানা—

মধু। এখন গাইতে ইচ্ছে করছে না ভাই—I am not in the proper mood for it.

বঙ্কু। গান ধরলেই—mood এসে যাবে—

গৌরদাস। হাঁ হাঁ—ধর—

মধু। শুধু গলায় শোন তাহলে—এস্রার ওপরে আছে।

ভোলানাথ। শুধু গলাতেই হোক, এস্রার দরকার নাই।

মধুসূদন গুন গুন করিয়া শেষে একটি ফারসী গজল ধরিলেন ও তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইয়া গেলে—অনেকক্ষণ সকলে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন

গৌরদাস। চমৎকার! মধু, তুই বাঙলায় এগুলো লিখতে পারিস?

মধু। বাঙলায়? I hate Bengali. Nevertheless, my friend, I shall write poetry and be a great poet. I have told you many times how I would like to see you write my life if I happen to be a great poet.

বঙ্কু। You are already a Pope in our college.

মধু। যদি ইংলণ্ড যেতে পারি—দেখিস আমি কত বড় কবি হব! England—the land where Shakespeare was born. By the by, how is our Newton—ভূদেব? I am sorry I forgot to invite him to-day. I would like to give a grand dinner to all the members of the Mechanics Institute one day. How do you like the idea?

বঙ্কু। Simply grand.

ভোলানাথ। ভূদেব চটে আছে তোমার ওপর সেদিন তর্কে হেরে গিয়ে।

মধুসূদন। (সহাস্যে) কেমন সেদিন প্রমাণ করে দিইনি Shakespeare could be a Newton if he liked—কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও Newton Shakespeare হতে পারতেন না। কিন্তু না—ভূদেব চটে আছে আমার ওপর একথা বিশ্বাস করতে পারি না। He is great. গৌর তুই অমন চুপ করে বসে আছিস কেন?

গৌরদাস। তোর মায়ের মুখটা মনে পড়েছে ভাই। মায়ের মনে কষ্ট দিস না তুই—মায়ের মনে কষ্ট দিলে জীবন সুখের হয় না!

মধুসূদন। My dear fellow—যা আমি পারব না তা আমাকে করতে বল কেন! আমি মায়ের জন্যে মরতে পারি—কিন্তু বিয়ে করতে পারি না।

ত কলেজের ঈশ্বরচন্দ্রকে চেন ?

fellow who became বিদ্যাসাগর ? চিনি—

! He is a brilliant Brahmin.

মাতৃভক্তির গল্প শুনেছ ?

ার হইয়া) Please don't—সকলের মাতৃভক্তি

ত হবে—সবাইকে যে নদী সাঁতরে মাতৃভক্তি

বিশ্বাস করি না। Believe me, I love my

n way and no less.

গৌরদাসকে জড়াইয়া ধরিয়া

iour—you, my dear G. D. Bysak, I love

neart. I wish you were a girl.

সকলে হাসিয়া উঠিলেন

য়ছে—ছাড়—ছাড়।

ভৃত্যের প্রবেশ

া ঠাঁই হয়েছে—আপনারা চলুন—

—

ভৃত্য চলিয়া গেল

এগোও—আমি এগুলো সামলে রেখে দিই—

ল আর কিছু থাকবে না এতে—গৌর, তুমি নিয়ে

গৌর, বঙ্কু ও ভোলানাথ চলিয়া গেলেন।
মধুসূদন মদের বোতল ও গেলাসগুলি
দেওয়াল-আলমারিতে তুলিয়া রাখিলেন।
রাজনারায়ণ আসিয়া প্রবেশ করিলেন

এরা কোথায় গেল ?

মধু। ভেতরে খেতে গেছে—

রাজনারায়ণ। তুমি যাবে না ?

মধু। যাচ্ছি—

রাজনারায়ণ। শোন—(মধু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)—সব ঠিক হয়ে গেছে শুনেছ ত ?

মধু। শুনেছি। কিন্তু ও বিয়ে আমি করতে পারব

রাজনারায়ণ। পারবে না মানে ?

মধু। পারব না !

রাজনারায়ণ। You must. আমার বাড়ীতে কথার অবাধ্য হওয়া অসম্ভব। আমার মুখের ওপর (পারব না ! I wonder at your cheek ! ভাল কে ওসব ছেলেমানুষি ছাড়, It is no easy job to trifle I give you time—কাল সকালে তোমার definite জ

ভিতরের f

মধু। (কিছুক্ষণ ভাবিয়া) No. It is impossibl

তিনিও ভিতরের

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌরদাস বসাকের বাড়ী। গৌরদাস বসাকের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাক একটি কেদারায় উপবিষ্ট ও ধূমপানে রত। তিনি যে বৈষ্ণব তাহা তাঁহার বেশ-ভূষাতেই প্রতীয়মান হইতেছে। গৌরদাস সম্মুখে দণ্ডায়মান

রাজকৃষ্ণ। লোকের মত লোক ছিল বটে—হেয়ার সাহেব। লোকটা সেদিন মরে গেছে—সমস্ত দেশটা যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। এই সব দুরন্ত ছোকরাদের এখন সামলায় কে!

ধূমপান করিতে লাগিলেন

ডভিড হেয়ার গামছা হাতে করে স্কুলের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াত—কোন ছেলেকে অপরিষ্কার দেখলে তার মুখ মুছিয়ে দিত! কলেজের ছোকরারা মিশনরিদের সঙ্গে মিশলে তাদের শাসন করে দিত। এখন সে সব করবে কে? (কিছুক্ষণ পরে) মিশনরিদের লেকচার খুব শুনছ ত!

গৌরদাস। আজ্ঞে না—

রাজকৃষ্ণ। আর, 'না'—(কিছুক্ষণ পরে) আজকাল তোমরা বাবা লেখাপড়া শিখছ বটে কিন্তু তোমাদের চালচলন কেমন যেন—

ধূমপান করিতে লাগিলেন

ওই তোমার বন্ধুটি—বড়লোকের ছেলে—পড়াশোনাতেও ভাল শুনেছি—কিন্তু কেমন যেন—

আবার কথা অসমাপ্ত রাখিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন

গৌরদাস। মধুর কথা বলছেন ?

রাজকৃষ্ণ। হ্যাঁ। তোমাকে আগেও বলেছি এখনও বলছি ওর সঙ্গে মিশে তুমি যেন কুপথে পা দিও না। সর্ব্বদাই মনে রেখো—ইংরিজিই পড় আর যা-ই কর সর্ব্বদা এটা মনে রেখো তুমি বৈষ্ণববংশের সন্তান! মধু বড়লোকের ছেলে যা করবে মানিয়ে যাবে। তুমি যেন ও সব অনুকরণ করতে যেও না।

গৌরদাস। আজ্ঞে না—

রাজকৃষ্ণ। কটা টাকা চাই তোমার ?

গৌরদাস। আজ্ঞে দশটা। দুখানা বই কিনতে হবে।

রাজকৃষ্ণ। ঠিক ত—

গৌরদাস। আজ্ঞে হ্যাঁ—

রাজকৃষ্ণ। এই নাও—

ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন

—লেখাপড়া শেখা কিছু মন্দ কাজ নয়। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই যে বাপ পিতামহের ধর্ম্মটা জলাঞ্জলি দিতে হবে এমনও কোন কথা নেই। ওই এক কুলাঙ্গার কেষ্ট বন্দ্যো জুটেছে—সৎ ব্রাহ্মণবংশের ছেলে—কি দুর্ম্মতি দেখ দিকি লোকটার। নিজে মজেছে—দেশসুদ্ধ লোককে মজাচ্ছে। ডিরোজিও সায়েব কড়মড়িয়ে মাথাটি খেয়ে গেছে ওর। ওই খিদিরপুরে তোমার মধুর বাড়ীর পাশেই থাকে এক ছোকরা—কি যে ছাই নামটাও ভুলে গেলাম—তাকেও শুনছি মজিয়েছে—

গৌর। নবীন ?